কুমকুম





(যুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত)

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

বার আনা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট্, ঢাকা

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত

ষষ্ঠ সংস্করণ
১৩৫৬

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা



উপহার
SEN GUPTA



চাঁদ্‌নী রাতে পড়ছে ঝরে'
আলোরই কুম্‌কুম্‌,
খোকন সোনার নয়ন দুটি
হোলো যে ঘুম্‌ঘুম্‌।

খোকা ঘুমায়, খোকা ঘুমায়,—
হেসে ওঠে আলোর চুমায় ;
বাঁশের ঝাড়ে বাজনা বুঝি
বাজছে রে 'ঝুম্‌ঝুম্' ।

দূরে দূরে বনের কোণায়
রাতের পাখী গান যে শোনায়,
অশথ্‌ গাছে হুতুম পেঁচায়
চেঁচায় যে 'থুম্‌থুম্' ।

সারা পাড়া নিঝুম্ নিথর,
বাঁশী বাজে গাঁয়ের ভিতর,
তালে তালে মাদল বুঝি
বাজছে রে 'দুম্‌দুম্' !
চাঁদ্‌নী রাতে পড়ছে ঝরে'
আলোরই কুম্‌কুম্ ।

বাঘের লোভ

গভীর বনে বাস করতো এক হরিণ।

মনের সুখে গভীর বনে
বাস করে সে আপন মনে,
খায় সে কচি ঘাস ;
গান করে সে মনের সাধে,
খেয়াল মত হাসে কাঁদে—
কাটায় বারো মাস।

কোনোই ভাবনা নেই তার।

বনের ধারে কুলুকুলু করে' বয়ে যায় এক ঝরণা, তারই ধারে আছে কচি কচি সবুজ মখমলের মত তাজা তাজা ঘাস। হরিণ পেট পুরে খায় সেই ঘাস, আর তারপর ঝরণার জল খেয়ে গাছের ছায়ায় নাক ডাকিয়ে তোফা ঘুম দেয়।

বেশ আরামেই তার দিন কাটে। বনের যত পাখী তাকে ভালোবাসে।

বনের যত পশু তাকে আপনার জন ব'লে জানে। বড়ই নিরীহ, ভালমানুষ ছিল এই হরিণটি।



সকলের দিন একভাবে কাটে না। হঠাৎ একদিন হাজির হোলো সেই বনে এক বাঘ—ভীষণ চেহারার, বিদ্‌ঘুটে মেজাজের এক কেঁদো বাঘ।

যেমনি তাহার চেহারাটা—
তেমনি মেজাজ খিট্‌খিটে,
দেখলে পরে বুকটি কাঁপে
এমনি সেটা ডানপিটে।

বনের পশু-পাখীরা ভয়ে সারা হোলো, আরে এ আবার

কি আপদ উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লো। বেশ ছিলাম নিরাপদে, মনের সুখে—

কোথায় থেকে জুটলো আপদ
ঘুচিয়ে দিল সুখ,
কাঁপিয়ে দিল বুকখানি যে
শুকিয়ে দিল মুখ।

পশু-পাখীরা জট্‌লা করে। হরিণের মুখখানা যেন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। সে বলে, "বাঘের লোভ আমার উপর। আমার নধর মাংস খাবে বলে' সে সুযোগ খুঁজছে। কাল আমি নিজের কানে শুনেছি, ঝরণার ধারে একটা গুহার পাশে বসে' সে হাই তুলছিল আর গান ধরেছিল—

'হালুম্, হালুম্, হাই,—
সব পশুরে ছেড়ে আগে হরিণটারে খাই,
এমন কচি নধর মাংস কোথায় বল পাই ?
হালুম, হালুম, হাই !'—"

হরিণ ভয়ে ভয়ে এই কথা বলছে, এমন সময় হঠাৎ পাশের উলুখড়ের বন নড়ে' উঠলো। তারপর দেখা গেল জাঁদরেল বাঘের কেঁদো মুখখানা।—এক নিমিষে হয়ে গেলো ভোজের বাজি, পাখীর দল কিচির-মিচির করতে করতে 'ফুরুৎ ফুরুৎ' করে' উড়ে পালালো, পশুর দল যে যেদিকে পারলো গা ঢাকা দিল।

দেখা গেল জাঁদরেল বাঘের
কেঁদো মুখখানা





হরিণ…ছুট্ লাগালো যেদিকে তার
দুটি চোখ যায়।

হরিণ বড় জানোয়ার, সে তো আর চট্ করে' লুকোতে পারে না, সে সোজা ছুট্ লাগালো যেদিকে তার দুটি চোখ যায়। বাঘ করলো তাকে তাড়া, যে করেই হোক আজ সে তার বড় সাধের হরিণের মাংস খাবে।

হরিণ ছুটে চলেছে ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, খাল-নালা ডিঙিয়ে। বাঘ ধাওয়া করেছে তার পিছে।

এখন হয়েছে কি, সেই বনে এসেছে এক শিকারীর দল। তারা হঠাৎ দেখলে একটা জাঁদরেল বাঘ ছুটে আসছে। আর যায় কোথায়! সবাই মিলে বাঘের দফা রফা করলো।

বনের পশু-পাখী আবার মনের সুখে গান ধরলো।







আকাশে মেঘের মেলা
খোকা বসে' দেখে,
মেঘগুলি কত রূপ
ধরে একে একে।
ঐ হোলো হাতী বুঝি—
শুঁড় তার নাড়ে,
গুম্‌গুম্‌ ডাক ঐ
ছাড়ে বারে বারে।

এইবার হোলো ঘোড়া
ঘাড় নাড়ি নাড়ি—
লেজ তুলে ছুটে ছুটে
চলে তাড়াতাড়ি।

হাতী ঘোড়া, উট হয়
মেঘগুলি যত,
চুপ করে' খোকা বসে'
দেখে অবিরত।
ঐ যে দানব হোলো
ভীষণ চেহারা,—
বিকট আকারে খোকা
ভয়ে হোলো সারা।
আরো কত অপরূপ
রূপ ওঠে ভেসে,—
ছায়াছবি দেখে খোকা
সে মেঘের দেশে।

ঝগড়াটে হারু

তোমরা ওপাড়ার হারুকে চেনো না। বড়ই ঝগড়াটে সে। সকলের সাথেই সে ঝগড়া আর মারামারি করে। কেউ-ই তাকে দেখতে পারে না। তাকে দেখতে পেলেই পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে ছড়া কাটে—

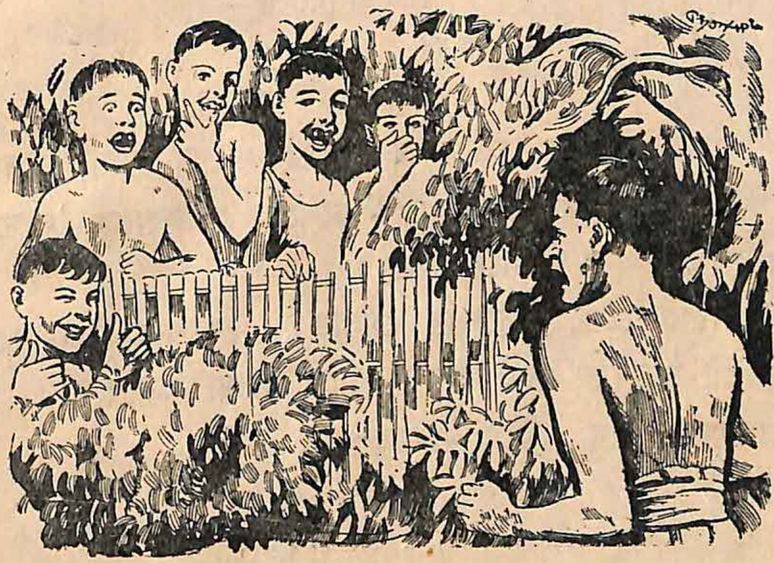
"হারু হারু হারু—
মেজাজখানা কি বিদ্‌ঘুটে,
মানুষ তো নয় ফোঁস্‌-কেউটে,
লাগাও পিঠে ঝাড়ু—
হারু হারু হারু!"

এই ছড়া শুনে হারু আরো চটে' ওঠে। ছেলের দল হো-হো করে' হেসে ওঠে; তাকে চট্‌তে দেখলে আরো চীৎকার করে' ছড়া কাটে আর বগ দেখায়—

"বগ দেখনি হারু দাদা—
তুমি একটি নীরেট গাধা—"

হারু বাড়ীতে ঝগড়া করে, বাইরে ঝগড়া করে, ভয় করে

না সে কারুকেই। শুধু সে ভয় করে তার বাবাকে। তার বাবা গাঁয়ের পুরুত বামুন; বড়ই ভালো লোক। সকলেই তাঁকে ভালো-বাসে। সকলে বলে, "এমন বাপের এমন ছেলে হয় কি করে' ?"



হারুর বাবা বড় কড়া লোক। হারুকে তিনি রীতিমত শাসন করেন, কত উপদেশ দেন, হারুর মতি-গতি তবু বদলায় না।

সে-বার পূজোর সময় ঘরে ঘরে উৎসবের সাড়া পড়ে' গেল। শরতের সোনালী রোদে সারা বাংলার বুকে আমোদের ঢেউ জেগে উঠলো। ঠিক এক বছর পরে আবার মা আসছেন। মা আসছেন, তাই আকাশ হাসছে, বাতাস হাসছে, সারা বাংলা হাসছে, বাঙালী

হাসছে। হারুদের গাঁয়েও পূজোর ধুম পড়ে' গেছে। বোধনের বাজনা বেজে চলেছে—

"গিজ্‌দা গিজোর
গিজ্‌দা গিজোর—
মায়ের বোধন
বাজছে কি জোর।"

পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে চলেছে মায়ের আরতি দেখতে, পূজোর মেলা দেখতে। সকলেই চলেছে সেজেগুজে, সকলেরই মুখে হাসি।—আর আমাদের হারু?

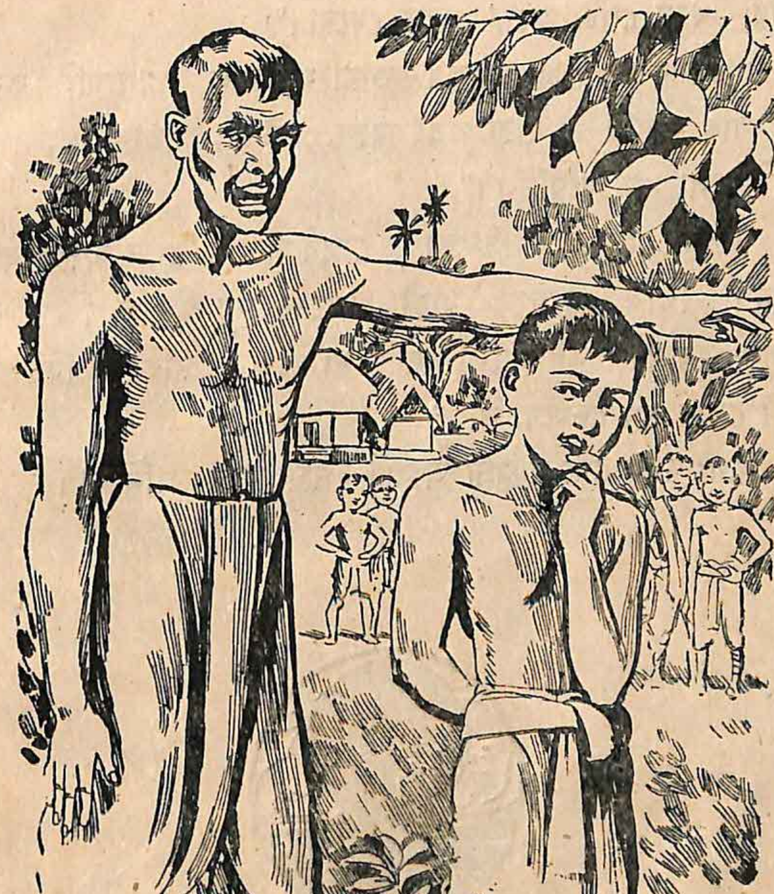
হারুও চলেছে পূজোর মেলায়। ছেলেরা ঠিক করেছে আজ এই শুভদিনে কেউ হারুর সাথে ঝগড়া করবে না। পথে তারা চলেছে গান গাইতে গাইতে—

"আজকে মোরা সবার সনে
করবো গলাগলি,
করবো না আর কারুর সনে
আজকে দলাদলি।"

এমন সময় তারা দেখলো হারু আসছে তাদের দিকে। অমনি দলের পটলা চীৎকার করে' গেয়ে উঠলো—

"হারুর সাথে আজকে মোরা
করবো গলাগলি।"

যেই-না এই কথা কানে শোনা অমনি হারু ফোস করে'



ছেলেকে বাড়ী থেকে দূর করে' দিয়ে…

তেড়ে উঠলো—"তবে রে হতভাগার দল, আমারে তোরা গালাগালি করবি,—খরম পেটা করে' ছেড়ে দেবো।"

ছেলের দল তো অবাক্‌। তারা যত বলে, "গলাগলি করবো বলে' গান ধরেছি—" হারু ততই বলে, "উঁহুঁ, তোরা গালাগালি করবি বলে' গান ধরেছিস্‌।"

ঝগড়া বেশ জমে' উঠলো। শেষে কথাটা গেল হারুর বাবার কানে। তিনি ছেলেকে বাড়ী থেকে দূর করে' দিয়ে বলে' দিলেন—"যতদিন তুই ভালো ছেলে না হতে পারবি ততদিন আর আমি তোর মুখ দেখবো না।"

সেই দিন থেকে আর আমরা হারুর খবর জানি না।





জননীরে ডেকে তার বলে ছোট মেয়ে—
"বল্ মাগো, বল্ মোরে বল্,
আকাশেতে যত মেঘ আসে ছেয়ে ছেয়ে—
কোথা হতে পায় তারা জল?

আকাশের তারাগুলি আঁধারে সতত
সারা রাত করে ঝিক্‌মিক্,
এত আলো কোথা পায় জোনাকীর মত
বল্ মোরে বল্ ঠিক্ ঠিক্।

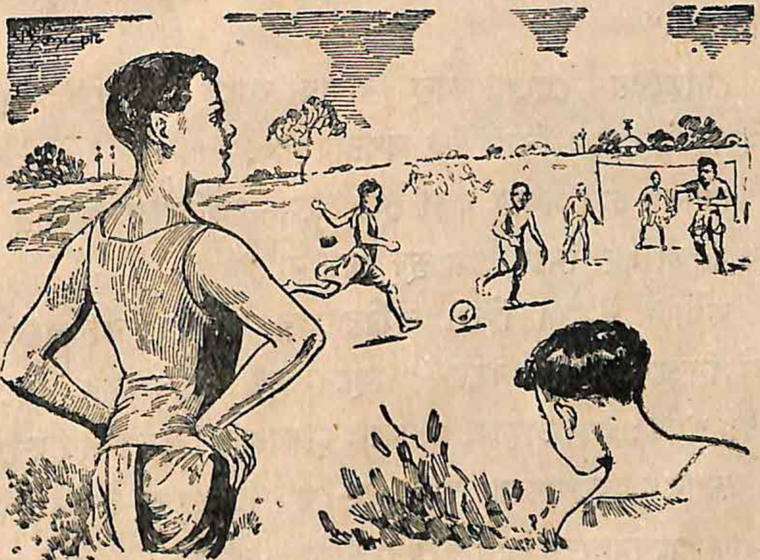
ভোরবেলা উঠে' দেখি বাগানের গাছে
নাচে পাখী, কত গান গায়;
এত গান কোথা পায়, শেখে কার কাছে,
বল্ মাগো, বল্ না আমায়।

ডালে ডালে ফোটে ফুল সোনালী শরতে
হাসিমাখা মুখ ঢল্ ঢল্;
এত হাসি এত শোভা পায় কোথা হতে—
বল্ মাগো, মোরে বল্ বল্।"

শুনিয়া খুকুর কথা জননী পুলকে
কহিলেন খুকুরে তাহার—
"নয়নেতে যত কিছু দেখো এ ভূলোকে
সকলি যে দান বিধাতার।"

রূপনগর ও সোনারগাঁ

রূপনগর আর সোনারগাঁ, মাঝখানে তার বেশ বড় একখানি মাঠ। রোজ সকালে বিকালে ভীড় জমে' যায় এই মাঠে। রূপনগর



আর সোনারগাঁয়ের ছেলের দল খেলতে আসে রোজ। ছুটির দিনে তো আর কথাই নেই।

ছুটোছুটি, লাফালাফি করে তারা, কপাটি খেলে, ডাং-গুলি খেলে, আজকাল আবার সুরু করেছে ফুটবল খেলা।

দুই গাঁয়ের ছেলেদের মাঝে বড়ই ভাব, খুব মাখামাখি, খুব মেলামেশা। এ গাঁয়ের উৎসবে ও গাঁয়ের ছেলেদের ডাক পড়ে, ও গাঁয়ের আমোদ-উৎসবে এ গাঁয়ের ছেলেরা বাদ পড়ে না।

এমনি ভাবে দিন যায়। একদিন হোলো এক গোলমাল। রূপনগরের মোড়ল তার ছেলেকে ডেকে বলে' দিলে—"খবরদার, সোনারগাঁয়ের কবিরাজ বনমালী রায়ের ছেলে নিতুর সাথে মিশবি নে।"—

মোড়লের ছেলে কানু বাবার কাছে জানতে চাইল— "কবিরাজের ছেলে নিতুর কি অপরাধ?"

মোড়ল চড়া গলায় কড়া সুরে বলে—"কবিরাজ আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তার সুদ দেয় না।"

কথাটা উঠলো গিয়ে কবিরাজের কানে। কবিরাজ তার ছেলে নিতুকে বারণ করে—"যাস্‌নে তুই রূপনগরের ছেলেদের সাথে মিশতে; ওড়া চাঁড়াল, গরীবকে টাকা ধার দিয়ে চড়া সুদ নেয়।"

রূপনগরের পাড়ায় পাড়ায় হৈ-হৈ বেঁধে গেল—সোনারগাঁয়ের কবিরাজ রূপনগরের লোকদের চাঁড়াল বলেছে। সবাই হেঁকে ওঠে—"লাগাও লাঠি সোনারগাঁয়ের লোকদের মাথায়।"

দুই গাঁয়ে মুখ দেখাদেখি শেষ হয়ে গেল। কেউ কারুর

সাথে কথা বলে না। অত বড় মাঠ সকাল বিকেল খাঁ-খাঁ করে—ছেলের পাল আসে না, হাসে না, খেলা করে না।

এদিকে দুই গাঁয়ের ছেলেরা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। তাদের এত সাধের খেলাধুলা এমনি ভাবে যে শেষ হয়ে যাবে কে জানতো।

রূপনগর আর সোনারগাঁয়ের বুড়োরা যখন একদল আর একদলের উপর মারমুখো তখন কচিকাচার দল গোপনে এক কাজ করে' বসলো।

সেদিন বিজয়া দশমী। বিকেল বেলা রূপনগরের ছেলের দল চুপে চুপে ডেকে নিয়ে এল সোনারগাঁয়ের সাথীদের সেই



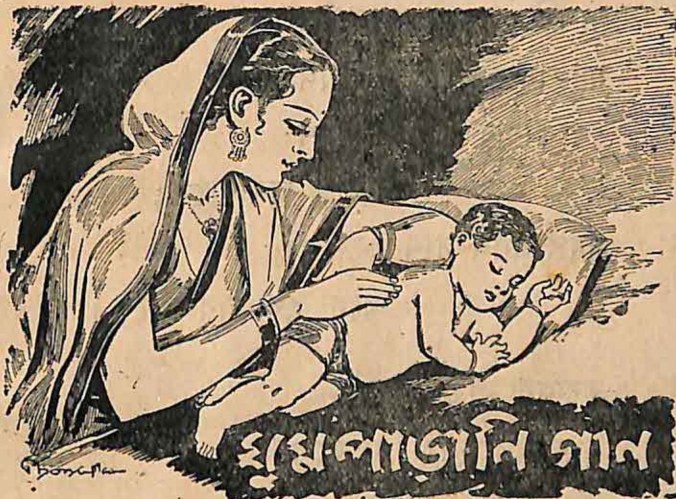
তাদের চিরপুরাতন মাঠের মাঝে। তারপর রূপনগরের মোড়লের ছেলে কানু এগিয়ে এসে হাত ধরলো সোনারগাঁয়ের কবিরাজের

ছেলে নিতুর। তার গলা দিয়ে তখন বেরিয়ে এলো এই কয়টি কথা—

"ছেলেবেলা হতে যারা দলাদলি করে ভাই,
তারা কভু মানুষ না হয়;
আমরা মানুষ হবো ভুলে' হীন ভেদাভেদ—
আমাদের হবে তবে জয়।"

বিজয়া দশমীর বিকেল বেলা সেই ফাকা মাঠখানা আবার জমজমাট্ হয়ে উঠলো।





খোকা ঘুমায়, খোকা ঘুমায়—
নয়ন ঢুলে আসে,
ঘুমপাড়ানি গান করে মা
বসে' খোকার পাশে।

খোকা ঘুমায় বিছানাতে,
শিয়াল ডাকে আঁধার রাতে,
আলোর পোকা জোনাকগুলি
উড়ছে ঘাসে ঘাসে;
ঘুমপাড়ানি গান করে মা
বসে' খোকার পাশে।

গানটি শুনে ঘুমপাড়ানি,
মন-পবনের দাঁড়টি টানি,
খোকাবাবু ঘুমের দেশে
চলছে অনায়াসে ;
ঘুমপাড়ানি গান করে মা
বসে' খোকার পাশে।

ঝুরুঝুরু বাতাস চলে—
গান ধরেছে ঝিঁঝির দলে,
ঝুর্‌-ঝুর্‌-ঝুর্‌ ঝরা পাতা
ঝরছে রাশে রাশে ;
ঘুমপাড়ানি গান করে মা
বসে' খোকার পাশে।

খোকা ঘুমায়, নাইকো সাড়া,
জুড়ালো আজ সকল পাড়া,
কোন্‌ সে ঘুমের অচীন-পুরী
খোকার চোখে ভাসে ;
ঘুমপাড়ানি গান করে মা
বসে' খোকার পাশে।

ঘুমের রোগ

অরুণদের চাকর রাইচরণের বয়স হয়েছে। অনেকদিন থেকে সে আছে অরুণদের বাড়ীতে। লোকটি সবদিকেই ভালো, একটি কেবল দোষ—যখন তখন ঘুমায়। তার ঘুমাবার সময়ের কোনো ঠিক নেই। অরুণের বাবা ও মা রাইচরণকে কত বকেছেন, রাইচরণ তবু তার ঘুম ছাড়তে পারে না!

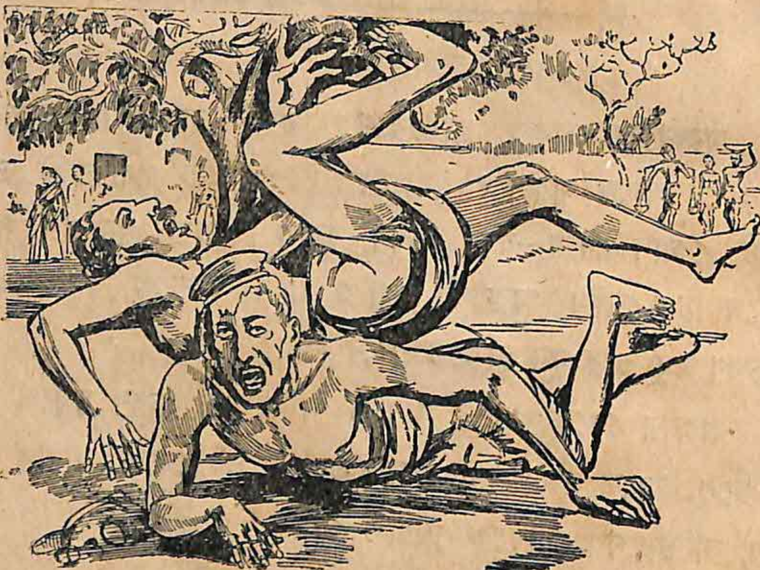
বাজার থেকে খাবার আনতে আনতে রাইচরণ ঘুমুতে ঘুমুতে পথ চলে, হয়তো চিলে ছোঁ মেরে তার হাত থেকে খাবার নিয়ে গেল, রাইচরণের সেদিকে খেয়াল নেই।

পাড়ার ছেলেরা তাকে দেখে ছড়া কাটে—

"ঘুমের রাজা রাইচরণ,
আজব রকম তার ধরণ;
যখন তখন ঘুম লাগায়,
বিকট রকম নাক ডাকায়।"

ছড়া শুনে রাইচরণ হাসে।

সেদিন এক মজার ঘটনাই ঘটে' গেল। রাইচরণ এক ভাঁড় দই নিয়ে ঘুমুতে ঘুমুতে পথ চলছে, এমন সময় হঠাৎ কলার খোসায় পা পড়ে' একেবারে পথের উপর চিৎপাত। শুধু তাই নয়, সেই সময় একটি লোক চলেছিল একটা পোঁট্‌লা করে' ডিম



নিয়ে। রাইচরণ হুড়মুড় করে' গিয়ে পড়লো তার ঘাড়ে, সেও টাল সামলাতে না পেরে ডিমের পোঁট্‌লা নিয়ে সটান্‌ পথের ধুলায় পড়ে' গেল। ডিম টিম ভেঙ্গে একাকার।

তারপর লোকটি উঠে রেগে মেগে তার ছাতা দিয়ে রাইচরণকে দমাদম্‌ পিট্‌তে সুরু করে' দিল।

এই রকম কত ঘটনাই যে ঘটে তা আর বলে' শেষ করা যায় না। তবু তার ঘুমের রোগ দূর হয় না। লোকটি খুব পুরাণো আর ভালো বলে' অরুণরা তাকে বিদায় করে' দেয় না।

সেদিন অরুণের ছোট মাসীর বিয়ে। অরুণের বাবা কি একটা বিশেষ কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিলেন।

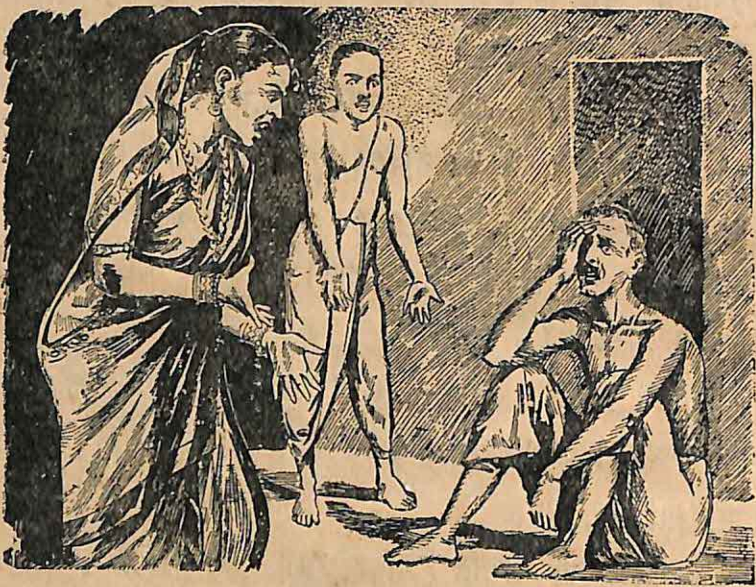
অরুণের মা রাইচরণকে ডেকে ভালো করে' বুঝিয়ে বলে' দিলেন—"আজ অরুণ আর আমি বাড়ী থাকবো না, তুমি বাড়ীর উপর নজর রাখবে।"

রাইচরণ মুচকি হেসে বলে' উঠলো—"রাইচরণ থাকতে আপনার কোনো ভয়ের কারণ নেই মা, আপনারা যান মা, আমি বাড়ী পাহারা দেবো।"

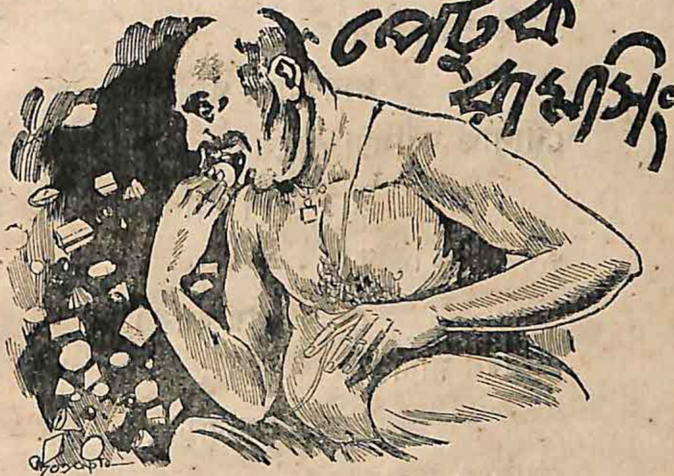
অরুণের ছোট মাসীর বিয়ে। সারারাত খুব হৈ চৈ হোলো—খাওয়া-দাওয়া ধুমধাম। রাতে আর কারুর ঘুম নেই, সবাই আমোদে মাতোয়ারা।

ভোরবেলা অরুণের মা অরুণকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। এসে দেখেন, চোর এসে তাদের বাড়ী একেবারে খালি করে' দিয়েছে। দামী দামী কাপড়-চোপড়, গয়নাগাটি কিছুই আর নেই। অরুণের মা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়লেন। অরুণ চিৎকার করে' রাইচরণকে ডাকতে লাগলো।

রাইচরণ দাওয়ার উপর হাত-পা ছড়িয়ে নাক ডাকিয়ে তোফা ঘুম লাগিয়েছিল। ডাকাডাকিতে তার ঘুম ভাঙলো।



অরুণের মা তাকে বকুনি দিলেন, অরুণ দিল গালাগালি। বকুনি আর গালাগালি শুনতে শুনতে রাইচরণ আবার ঘুমিয়ে পড়লো।



ভোজপুরী পালোয়ান
ভোজনেতে পাকা,
রোজ রোজ লুচি পুরী
খায় ঝাঁকা ঝাঁকা।
গোটা পাঁঠা সহজেই
হজম সে করে ;
খাওয়ার কথায় মনে
খুশি নাহি ধরে।

যত দাও তত খাবে
পেট যেন জালা ;
রাবড়ি পায়েস সব
খায় থালা থালা।
পোলাও কালিয়া পেলে
খায় রাশি রাশি—
এই বড় ভুঁড়ি তার
দেখে পায় হাসি।
একদিন রামসিং
গেল বিয়ে-বাড়ী ;
পোলাও, মিঠাই, দই—
খেলো হাঁড়ি হাঁড়ি।
তারপর কি যে হোলো
শোনো যদি তবে,
তোমরা সকলে ভাই
হেসে খুন হবে।
ভুঁড়ি তার বেড়ে গেল
চার গুণ হয়ে ;
সকলে নাকাল যেন
হোলো তারে লয়ে।

শুয়ে পড়ে কাত্ হয়ে,
নড়িতে না পারে ;
বোকার মতন শুধু
চায় বারে বারে।
দম্ আসে আট্‌কিয়ে,
কথা নেই মুখে ;
খাওয়ার আমোদ তার
সব গেল চুকে।



শাকরেদ ছিল তার—
তাড়াতাড়ি এসে,
জোর করে' ভুঁড়ি তার
চেপে ধরে ঠেসে।

চাপ খেয়ে মুখ দিয়ে
হুড়্ হুড়্ করে'
পেটের খাবারগুলি
ছটকায় জোরে।
ভালো হোলো রামসিং
সেইদিন হতে,
বেশী কিছু নাহি আর
খায় কোনো মতে।

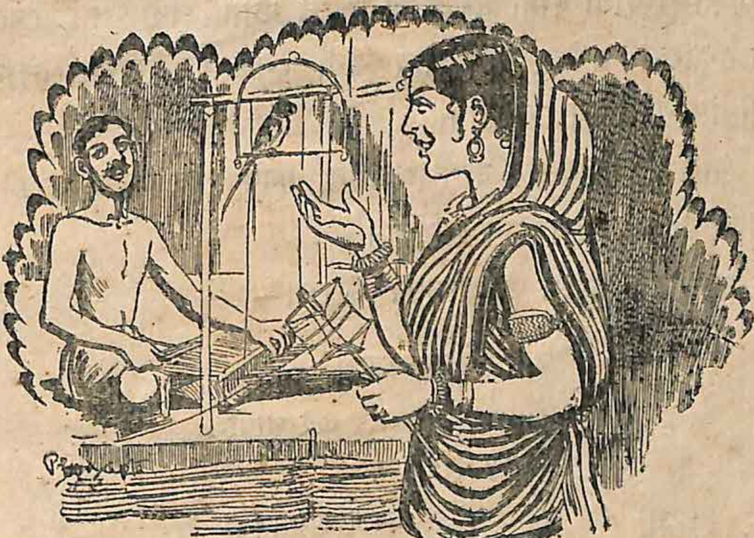


তাঁতীর তোতা

গাঁয়ের শেষে বাস করে এক তাঁতী আর তার বৌ।

বড়ই গরীব তারা, কোনো রকমে নুন ভাত খেয়ে তাদের দিন চলে' যায়। কোনো দিন হয়তো উপোস করেই দিন কাটে।

এই তাঁতীর ছিল একটি তোতাপাখী। তোতাপাখীটি শুধু



একটি কথা বলতে শিখেছিল—"তা বটেই তো।" এ ছাড়া সে আর একটি কথাও বলতে পারতো না।

একদিন তাঁতী-বৌ তাঁতীকে উপদেশ দিল—"যাও, রাজার কাছে আমাদের তোতাটিকে বেচে এসো। শুনেছি রাজার খুব পাখী পোষার সখ।"

বৌ-এর কথায় তাঁতী রাজি হোলো। যদিও তোতাটিকে তারা খুব ভালোবাসতো, তবু অভাবের তাড়ায় একদিন তাঁতী তার বড় সাধের পাখীটিকে খাঁচায় ঝুলিয়ে নিয়ে রওনা হোলো রাজবাড়ীর দিকে।

সবাই জানে রাজার পাখী পোষার খুব সখ। নানা দেশ-বিদেশ থেকে রাজা দামী দামী সব পাখী কিনে তাঁর পুরী সাজিয়েছেন। নতুন কোনো পাখী দেখলে আর কথা নেই, যত দামই হোক না কেন—তিনি কিনে নেবেন।

রাজামশাই সভায় বসে' আছেন, এমন সময় গরীব তাঁতী তার পাখীটিকে নিয়ে সেখানে হাজির।

রাজাকে দেখে তাঁতী বলে' উঠলো—

"সুমেরু কুমেরু দেশে
থাকে এই পাখী ;
যোগাড় করিয়া তব
চরণেতে রাখি।"

রাজা চেয়ে দেখলেন খাঁচার ভিতর অতি সাধারণ এক তোতাপাখী। তাঁতীর কথায় তিনি হেসে উঠলেন।

তাঁতী দমবার লোক নয়। সে আবার বলে' উঠলো—

"হেন পাখী নজরেতে পড়ে নি রাজার,
পাখী বেচে টাকা নেবো একটি হাজার।"

রাজা তো অবাক্। এই সাধারণ তোতাপাখীর দাম হাজার টাকা! .

তাঁতী রাজার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলতে লাগলো— "মহারাজ, আমার কথা ঠিক কিনা পাখীকে একবার যাচাই করে' দেখুন।"

রাজা পাখীর দিকে চেয়ে একবার বলেন—"ওহে তোতা, তোমার দাম নাকি হাজার টাকা!"

রাজার কথা শুনে পাখীটি মানুষের মত গলায় বলে' উঠল— "তা বটেই তো!"

এই কথা শুনে সভার সকল লোকই অবাক্ হয়ে গেল। রাজা খুশি হয়ে হাজার টাকা দিয়ে এই তোতাটিকে কিনে নিলেন। তাঁতীও খুশি হয়ে থলেভরা টাকা নিয়ে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হোলো।

সভার শেষে রাজা পাখীটি নিয়ে যখন বাড়ীর ভিতরে এলেন তখন রাণী সব শুনে তো রাজাকে রীতিমত বকুনি দিতে লাগলেন—"তুমি একটা নীরেট বোকা, তাই এত টাকা দিয়ে একটা সাধারণ তোতাপাখী কিনে এনেছ!"

রাজা মুচকি হেসে রাণীকে বললেন—"আমি বোকা কিনা এই পাখীর কাছেই তার জবাব পাবে।" এই বলে' পাখীটিকে বলে' উঠলেন—"বলতো গুণধর তোতা, আমি নাকি নীরেট বোকা?"

ঘাড় দুলিয়ে তোতা বলে' উঠলো—"তা বটেই তো!"



আর যায় কোথায়? রাজামশাই রাগে কাঁপতে লাগলেন। তাঁর হুকুমে তখুনি ছুটলো পাইক-পেয়াদা তাঁতীকে ধরতে।

আর কোথায় তাঁতী! সে তার বৌকে নিয়ে আর এক রাজার দেশে হাজির হয়েছে।